বৌদ্ধ নীতিমালা

ইউনিট ৫

ভূমিকা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নিয়মকানুন ছাড়া মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। এজন্য নিয়মকানুন মানা অত্যাবশকীয়। বহুজনের সুখ ও বহুজনের কল্যাণ সাধনই হল বুদ্ধের উপদেশ। মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয় নিয়ম-নীতি আদর্শ ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতায়। তার সাথে প্রয়োজন সততা, নৈতিকতা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। এগুলো ছাড়া মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী নৈতিক জীবন গঠনের লক্ষ্যে বুদ্ধ অনেক নীতিকথা বলেছেন। এগুলো মানুষকে সুখ ও শান্তি প্রদান করে। পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এ সকল নীতি বা উপদেশসমূহ পাওয়া যায়। যেমন মঙ্গলসূত্র, করণীয় মৈত্রীসূত্র, সিগালোকবাদ সূত্র, পরাভবসূত্র, ব্যাগ্‌ঘপজ্জ সূত্র সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম ইত্যাদি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -৫.১ : নিত্যকর্মের ধারণা পাঠ -৫.২ : গৃহীদের নিত্যকর্ম পাঠ -৫.৩ : শ্রামণ-ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম পাঠ -৫.৪ : গৃহী-জীবনে অনুসরণীয় নীতিমালা পাঠ -৫.৫ : সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম	মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয় নিয়ম-নীতি আদর্শ ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতায়। তার সাথে প্রয়োজন সততা, নৈতিকতা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। এগুলো ছাড়া মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী নৈতিক জীবন গঠনের লক্ষ্যে বুদ্ধ অনেক নীতিকথা বলেছেন। এগুলো মানুষকে সুখ ও শান্তি প্রদান করে।

পাঠ-৫.১ নিত্যকর্মের ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম শিক্ষা কোথায় শুরু হয় লিখতে পারবেন।
- সমাজপতির কাজ কী জানতে পারবেন।
- সমাজনীতি ও ধর্মীয়নীতির পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবেন।
- মানুষের নিত্যকর্মের ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নিত্যকর্ম, নীতিমালা, ভিক্ষুবিনয়, গৃহীবিনয়, সমাজপতি।**

নিত্যকর্ম কী জানেন? প্রতিদিন যে সমস্ত কর্ম যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয় তাই 'নিত্যকর্ম'। কর্তব্য পালন করা প্রত্যেক মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য কী তা জানা না থাকলে অনেক সময় কর্তব্য-অকর্তব্য একাকার হয়ে ব্যক্তিজীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য হিসেবে মানুষের সীমিত পরমায়ুর মধ্যে কর্তব্য কর্মের যেমন কতকগুলো বিশেষ বিশেষ কাজ আছে ; তদ্রুপ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন হিসেবে দু'টি বিশেষ কাল আছে। মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনগঠন এবং পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যথাসময়ে কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত।

পরিবারেই আমাদের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। পরিবারের প্রধান যিনি হন তাঁকে আমাদের মানতে হয়। যৌথ পরিবারে অনেক মানুষ থাকে। সাধারণত সবচেয়ে বয়সী লোক পরিবারের কর্তা হন। বাবা না থাকলে মা পরিবারের প্রধান। আমরা মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা আমাদের স্নেহ-প্রীতি দিয়ে কষ্ট করে বড় করে তোলেন। মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য তারা আজীবন পরিশ্রম করেন। পরিবারের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অর্থোপার্জন করেন।

সমাজেও তেমনি সমাজপতি বা নেতা থাকেন। বয়স্ক ও জ্ঞানী মানুষেরা সমাজের প্রধান হয়ে থাকেন। তাঁরা সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। অন্যায়কারীকে তাঁরা শাস্তি দিতে পারেন । অল্প দোষ হলে তাঁরা তিরষ্কার করেন, গুরুতর দোষ করলে শাস্তি হয়। তার চেয়ে বেশি হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে বিচারের দায়িত্ব দেন।

সমাজে চলার জন্য নীতিমালা প্রচলিত থাকে। একটি হল সাধারণ নিয়মনীতি, অন্যটি ধর্মীয় নীতি। সাধারণ নিয়ম-নীতির মধ্যে থাকে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিবাহ ইত্যাদি। ধর্মীয় নীতির মধ্যে পড়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বিধানসমূহ। ধর্মের কতগুলো নীতি আছে যা আমাদের সকলকে জানতে হয়। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্মের বিধান জানতে হয়। এসব বিধান পালন না করলে ধর্মীয় কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তেমনি সামাজিক নিয়মনীতি না মানলে বিশৃঙ্খলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের নীতিমালার প্রথমে পঞ্চশীল পালন করতে হয়। গৃহী ও ভিক্ষু-শ্রামণ উভয়কেই পঞ্চশীল পালন করতে হয়। পঞ্চশীলকে বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি বলা হয়। এ রকম অনেক নীতি আছে যা ভিক্ষু, শ্রামণ ও গৃহীদের পালন করতে হয়। এ নীতিমালাকে 'বিনয়' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষু-শ্রামণদের জন্য ভিক্ষু-বিনয়, গৃহীদের জন্য গৃহী-বিনয় রয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

প্রতিদিন যথাসময়ে যেই কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে 'নিত্যকর্ম' বলে। প্রত্যেক শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা তার নিত্যকর্ম সম্পাদন করে। পরিবারেই প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। পরিবারের প্রধান যিনি তাঁকে আমাদের মানতে হয়। সমাজে চলার জন্য নীতিমালা প্রচলিত থাকে। একটি সাধারণ নীতিমালা, অন্যটি ধর্মীয় নীতিমালা। সাধারণ নিয়ম-নীতির মধ্যে থাকে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিবাহ ইত্যাদি। ধর্মীয় নীতির মধ্যে পড়ে পঞ্চশীল, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিসমূহ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সমাজের প্রধানকে কী বলা হয়?

ক. দানপতি খ. বিচারপতি

গ. সমাজপতি ঘ. প্রজাপতি

২. মানুষ প্রথমে নিয়মকানুন মানতে শুরু করে-

i. সমাজে ii. পরিবারে

iii. গ্রামেগঞ্জে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i. খ. ii.

গ. iii. ঘ. i. ও iii.

উত্তরমালা : ১. গ, ২. খ

পাঠ-৫.২ গৃহীদের নিত্যকর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহীদের নিত্যকর্ম কোন সূত্রে আছে তা বলতে পারবেন।
- বৌদ্ধদের করণীয় প্রাত্যহিক জীবনের সময় কয়ভাগে বিভক্ত জানতে পারবেন।
- বৌদ্ধদের নিষিদ্ধ পঞ্চবাণিজ্য কী তা লিখতে পারবেন।
- বুদ্ধপূজা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**গৃহীনীতি, প্রাত:কৃত্য, সব্বত্থ সাধিকা, সান্ধ্যকৃত্য, পঞ্চবাণিজ্য, সিগালোকবাদ, ব্যগ্‌ঘপজ্জ, সপ্ত অপরিহানীয়।**

বুদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের নীতি বা নিয়ম সম্বন্ধে বিনয় পিটক নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু সাধারণ-গৃহীদের কর্তব্য বা বিনয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ বা পিটক নেই। তবে পিটকের নিকায় গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধভাষিত বহু গৃহীনীতি দেখা যায়। বুদ্ধের নেসা সময়ে গৃহীদেরকে এ উপদেশগুলো দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন স্বভাবের মানুষকে তাদের প্রত্যেকের সময়, কাল, বয়স ও চরিত্রানুযায়ী উপদেশ প্রদান করেছেন।

কোনো কোনো লোককে তিনি ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে সদ্ধর্মে আকৃষ্ট করেছেন। এ পরিচ্ছদে সব বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। গৃহস্থদের অতি প্রয়োজনীয় গৃহী বিনয় এবং উপদেশসমূহ সিগালোকবাদ সূত্রে, ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্রে, সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত সূত্রগুলো গৃহীদের নিকট আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়।

দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথায় গৃহী বিনয় সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইমস্মিং পন সুত্তে যং কিঞ্চি গিহিনা কত্তব্বং অকথিতং নত্থি, তস্মা অত্থং সুত্তন্তো গিহিবিনযো নাম। অর্থাৎ 'গৃহীদের যা কিছু করণীয় এ সূত্রগুলোর মধ্যেই আছে, কিছু বাদ পড়েনি। এজন্য এটি গৃহীবিনয় নামে অভিহিত।' গার্হস্থ্য জীবনে যারা সূত্রে উল্লেখিত নিয়মগুলো রক্ষা ও পালন করে চলেন সর্বদাই তাদের কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের এ সূত্রগুলোতে গভীর জ্ঞান থাকা উচিত।

আদর্শ বৌদ্ধজীবন গঠনের জন্য দৈনন্দিন জীবনের করণীয় কর্মকে চারটা ভাগ করা যেতে পারে: যথা- ১. প্রাতঃকৃত্য, ২. সারা দিনের কর্মজীবন, ৩. সান্ধ্যকৃত্য, ৪. রাতের কৃত্য।

১. প্রাতঃকৃত্য

আদর্শ বৌদ্ধজীবন গঠনের জন্য সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করতে হয়। শয্যা ত্যাগ করবার সময়ে জগতের পরম হিতকামী সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে "নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স" বলে তিনবার প্রণাম করা উচিত।

প্রাতঃকালীন তথা জীবনের সকল সময়ে করণীয় কর্ম স্মৃতি সহকারে করা উচিত। কারণ স্মৃতি হল 'সব্বত্থ সাধিকা'। যখন যা করা হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করতে হয়। প্রাতঃকালীন শারীরিক কৃত্যঃ শৌচকর্মাদি স্মৃতি সহকারে সম্পাদন করে বুদ্ধ পূজা এবং বুদ্ধ বন্দনা করতে হয়। যদি নিকটে বুদ্ধ বিহার থাকে তাহলে পুষ্প প্রদীপ, ধূপবাতি এবং আহার্য দ্রব্যাদি দিয়ে সেখানে পূজা ও বন্দনা করা উচিত। বিহারে ভিক্ষু থাকলে তাকেও বন্দনা করে দিনের কর্মসূচী শুরু করা যেতে পারে।

২. সারাদিনের কর্মজীবন

মরণশীল জীবন বড়ই কষ্টকর। সৎপথে জীবিকা অর্জন করে কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করতে পারলে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করা যায়। সৎপথের জীবিকা সম্বন্ধে বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন- অস্ত্র বাণিজ্য, প্রাণী বাণিজ্য, মাংস বাণিজ্য, বিষবাণিজ্য মদ বাণিজ্য এ পঞ্চ বাণিজ্য নিষিদ্ধ। এছাড়াও 'তুলাকুট' অর্থাৎ ওজনে কম দেওয়া, 'মানকুট' অর্থাৎ ঠকাবার ইচ্ছায় ওজনে নিতে বেশি নেওয়া এবং দিতে কম দেওয়া এবং 'করমকুট' অর্থাৎ কোন ভাল দ্রব্যের সাথে মন্দ দ্রব্য মিশ্রিত করে ভাল বলে লাভের আশায় বিক্রয় করা প্রভৃতি গর্হিত কর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকাজ, হস্তশিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্য করা যেতে পারে।

৩. সান্ধ্যকৃত্য

সন্ধ্যা হলে মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ পদাচরণ করলে স্বাস্থ্য ও মন প্রফুল্ল থাকে। তাই খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করে ভালোভাবে সুখ হাত ধৌত করে নিকটে বিহার থাকলে বিহারে কিংবা নিজ বাড়ির কোন নির্দিষ্ট স্থানে এককভাবে কিংবা সমবেতভাবে বুদ্ধ বন্দনা করা উচিত। যদি বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন তিনি সন্ধ্যায় একটা নির্দিষ্ট সমবেত বুদ্ধ বন্দনার আয়োজন করবেন।

৪. রাতের কৃত্য

গভীর রাতে আহার করতে নেই। রাতের আহার হবে খুবই পরিমিতবোধের। ঐ আহার গ্রহণ করার নিয়ম স্মৃতি সহকারে ভোজন করা উচিৎ। ভোজন শেষে নিদ্রা যেতে নেই। রাতে নিদ্রার আগে মৈত্রীভাবনা বা মরণাস্মৃতি ভাবনা করতে করতে নিদ্রা যাওয়া উচিত।

সারসংক্ষেপ :

যারা গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন তাদেরকে 'গৃহী' বলে। বৌদ্ধ জীবন গঠনে দৈনন্দিন কর্মকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- প্রাত:কৃত্য, সারাদিনের কর্মজীবন, সান্ধ্যকৃত্য, রাতের কৃত্য। তথা জীবনের সকল সময়ে করণীয় কর্ম স্মৃতি সহকারে করা উচিত। কারণ স্মৃতি হল 'সব্বত্থ সাধিকা'। যখন যা করা হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করতে হয়। গৃহীজীবনের কতগুলো নীতি পালন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে মানব জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করা যায়। জীবিকা অর্জনের জন্য 'পঞ্চ বাণিজ্য' নিষিদ্ধ। তবে কৃষিকাজ, হস্তশিল্পি ও অন্যান্য বাণিজ্য করা যেতে পারে। মরণশীল জীবন বড়ই কষ্টকর। সৎপথে জীবিকা অর্জন করে জীবন অতিবাহিত করতে পারলে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রাতে নিদ্রার আগে ভাবনা করা উচিত-
   i. মরণানুস্মৃতি ভাবনা ii. চিত্তানুস্মৃতি ভাবনা
   iii. চৈতসিক ভাবনা
   নিচের কোনটি সঠিক
   ক. i. খ. ii.
   গ. iii. ঘ. ii. ও iii.

২. কোন সূত্রে গৃহীদের নিত্যকর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে?
   ক. নিধিকুণ্ড সূত্র খ. তিরোকুড্ড সূত্র
   গ. রতন সূত্র ঘ. সিগালোকবাদ সূত্র

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ

পাঠ-৫.৩ শ্রামণ-ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- 'শ্রামণ' শব্দের অর্থ কী জানতে পারবেন।
- শ্রামণের নিত্যকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন পূর্ণিমায় ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত আরম্ভ হয় জানতে পারবেন।
- শ্রমণ-ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**শমগুণ, প্রব্রজিত, শরণাগমন, ত্রিরত্নগুণ, উপোসথ, শ্রামণ্য ফল, কর্মবাক্য, অধিষ্ঠান।**

ক. শ্রামণের নিত্যকর্ম

'শ্রামণ' শব্দের অর্থ হল শমগুণ বা দমগুণ। 'শমগুণ' হল শান্তি, নিবৃত্তি, কাম-ভোগাদির উপশম। যিনি শমগুণ ও দমগুণের অধিকারী অর্থাৎ যিনি শান্ত, দান্ত তাকেই শ্রামণ বলা হয়। অন্য অর্থে তাকে শিক্ষার্থীও বলা হয়। অন্যভাবে, নিজের পাপমল প্রক্ষালন বা ত্যাগ করার জন্য প্রব্রজিত জীবনের প্রথম সোপানে শরণাগমনে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। দশ শিক্ষাপদ গ্রহণ করতে হয়। কাষায় বস্ত্র বা ত্রিচীবর পরিধান করতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনের সকল প্রকার গৃহী আদর্শ ত্যাগ এবং সকল বন্ধন ছিন্ন করে অনাগারিক জীবন যাপন করতে হয় এবং তাকেই শ্রামণ বলে।

শ্রামণ্যজীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞানীরা বলেন– সংসার জীবনের পরিবেশ দুষণ, যন্ত্রণা ও দুঃখে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে শ্রামণ্যজীবন পূত, পবিত্র এবং উন্মুক্ত। নির্মল আকাশের মত ভোগ-বাসনার ত্যাগ উপলব্ধি করতে পারলে শ্রামণ্যজীবন শ্রেয়। এ জীবনে কামনা, বাসনা ও তৃষ্ণা প্রশমিত করে নিবৃত্তি লাভই উত্তম। শ্রামাণ্য জীবনে ধর্মবিনয় শিক্ষা করে আদর্শ জীবনগঠন করতে হয়। জীবন পূর্ণতার বহু সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া নিজের মুক্তি ছাড়াও বিশ্বমানব কল্যাণে বাণী প্রচার করা যায়। এ জন্য শ্রামণ্যজীবনের গুরুত্ব অতুলনীয়। বৌদ্ধধর্ম সংঘভিত্তিক। তাই শ্রামণ্যজীবন বা প্রব্রজিত জীবন সংঘে প্রবেশের প্রথম সোপানও বটে।

শ্রামণ্য জীবনের বহু কর্তব্য রয়েছে। এ কর্তব্যগুলো জীবন পূর্ণতার পথনির্দেশক। আদর্শ জীবনগঠনের কর্তব্য। শ্রমণদের নিত্যকর্মগুলো হলো ঃ

১. শ্রামণদের প্রাতঃকর্তব্য হচ্ছে অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে বিহার সমার্জন করা। পুষ্প, দীপ-ধূপ ইত্যাদি পূজোপাচার দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা। তারপর ত্রিরত্নের গুণসমূহ অর্থাৎ বুদ্ধ বন্দনা, ধর্ম বন্দনা, সংঘ বন্দনা আবৃত্তি করতে হয়। এরপর দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

২. সান্ধ্যকৃত্যও ঠিক সে রকম। শ্রামণদের পঁচাত্তরটি সেখিয়ার নিয়মগুলো যথাযথভাবে জানতে হয়, বুঝতে হয়, প্রাত্যহিক পালন করতে হয়।

৩. মঙ্গল সূত্র, করণীয় মেত্তা সূত্র, তিরোকুড্ড সূত্র শিখতে হয়, আবৃত্তি করতে হয়। মৈত্রী ভাবনা করতে হয়। বত্রিশ প্রকার অশুচি ভাবনা করতে হয়। কুমার প্রশ্ন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

৪. এছাড়া কুশল কর্মের অনুশীলন করা, গুরুর আদেশ-উপদেশ পালন, করা, গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করা নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

৫. শ্রামণদেরকে সুবিনীত, নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন হতে হয়। তাদেরকে কায়, বাক্য ও মনে সংযত হতে হয়।

৬. অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে গুণান্বিত হতে হয়। ঐ সকল গুণসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে শ্রামণ্য-জীবন নিবেদিত থাকে। শ্রামণ্যজীবন হচ্ছে বিশুদ্ধজীবনের অনুশীলন। এ জীবনে আর্য-জীবন গঠন করা যায়। তথাগত বুদ্ধ শ্রামণ্য জীবনকে মেঘমুক্ত আকাশের সাথে তুলনা করেছেন। শ্রামণ্যজীবনকে শীল, সমাধিও প্রজ্ঞার অনুশীলনে জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারেন। তারা সকল বন্ধন ছিন্ন করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করেন। সর্বোপরি পরম নির্বাণসুখের অধিকারী হন। এ জন্য বুদ্ধ বিশ্বমানবের মহাকল্যাণার্থে 'শ্রামণ্যফল সূত্র' দেশনা করেন।

খ. ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম

আপত্তি দেশনা ভিক্ষু কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ভিক্ষুদেরও চলাফেরা, বিহারে অবস্থানের সময় কিছু না কিছু আপত্তি বা দোষ হয়। তাই ভিক্ষু সীমাঘরে কিংবা বিহারে উপস্থিত হয়ে একে অপরের সাথে আপত্তি দেশনা করতে হয়। এভাবে ভিক্ষুদের উপোসথের বিধানও রয়েছে। উপোসথ করবার সময় উপোসথটি কোন ঋতুর কোন উপোসথ, সে ঋতুতে কয়টি উপোসথ অতীত হয়েছে এবং কয়টি অবশিষ্ট আছে তা হিসাব করে প্রকাশ করতে হয়। চারজন কিংবা ততোধিক ভিক্ষু সীমায় উপস্থিত থাকলে প্রতিমোক্ষ উদ্দেশ করে 'সঙ্ঘোপোসথ' করতে হয়। তিনজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকলে 'অঞ্ঞমঞ্ঞ পরিশুদ্ধি' উপোসথ, দু'জন উপস্থিত থাকলে 'পরিশুদ্ধি উপোসথ" এবং একজন উপস্থিত হলে "অধিষ্ঠানোপসথ" করতে হয়।

সীমায় উপস্থিত ভিক্ষু, একজন হোক কিংবা একের অধিক হোক, উত্তরাসঙ্গ বা সঙ্ঘাটি গায়ে দিয়ে আপত্তি দেশনা করতে হয়। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ প্রথমে তার নিকট যেতে হয়। তিনি অসমর্থ হলে যে কোন ভিক্ষু উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ করতে হয়। তৎপর কর্মবাক্য পাঠ করতে হয়। এভাবে 'পরিশুদ্ধি উপোসথ' কর্মবাক্য ও অধিষ্ঠানোপোসথ হিসেবে আবৃত্তি করতে হয়।

খণ্ডসীমা ব্যতীত কোন প্রাপ্য বা মহাসীমায় উপোসথাদি বিনয়কর্ম করা যায়।রোগাতুর ভিক্ষুগণ ভিক্ষুসংঘের হস্তপাশে আসতে না পারলে, তাদের নিকট হতে 'ছন্দ' ও 'পরিশুদ্ধি' আনায়ন করে উপোসথাদি বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে হয়। ছন্দ-পরিশুদ্ধি ধারা রোগাতুর ভিক্ষুদের শুধু উপোসথ কর্মই সমাধা করা যায়। ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান কর্মবাক্য অধিষ্ঠান করতে হয়। একটা সীমা ঠিক করেই আষাঢ়ী পূর্ণিমার ভিক্ষু-উপোসথের পর দিবসই প্রথম বর্ষাবাস ব্রত-অধিষ্ঠান গ্রহণ করতে হয়। বর্ষাবাসিক স্নান-বস্ত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে কার্তিকী পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

বর্ষাবাস অভ্যন্তরে সংঘকর্মে, ধর্মদেশনার জন্য নিমন্ত্রিত হলে কিংবা গুরু কর্তৃক কোন কাজে প্রেরিত হলে বা গুরু দর্শনের জন্য গমন করলে এক সপ্তাহের জন্য বিদায় নিয়ে যেতে পারে। তবে সপ্তাহভ্যন্তরে পুনরায় বিহারে ফিরে আসতে হয়। প্রথম বর্ষাবাসব্রত অধিষ্ঠানকারী ভিক্ষুগণকে আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনই 'প্রবারণা' অর্থাৎ বর্ষাবাস ত্যাগ করতে হয়। এ বর্ষাবাস ত্যাগের কর্মবাক্য দ্বারা সে দিবসের উপোসথ কর্মও সম্পন্ন করা যায়। তবে দুজন, তিনজন, চারজন কিংবা তথোধিক ভিক্ষুর প্রবারণা-কর্মবাক্য রয়েছে। ভিক্ষুর সংঘাটি অধিষ্ঠান, উত্তরাসঙ্গ অধিষ্ঠান, অন্তর্বাস অধিষ্ঠানের বিধানও রয়েছে। এছাড়া প্রত্যুদ্ধার কর্ম, নিস্সগ্গিয় দেশনা, বিধান-প্রতিবিধান কর্মও বিদ্যমান আছে।

সারসংক্ষেপ :

সংসারজীবনের পরিবেশ মানা ঘাত-প্রতিঘাত, যন্ত্রণা ও দুঃখে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে শ্রামণ্য জীবন পূত, পবিত্র এবং উন্মুক্ত। ভোগ-বাসনার ত্যাগ উপলব্ধি করতে পারলে শ্রামণ্য জীবনই শ্রেয়। এ জীবনে কামনা, বাসনা ও তৃষ্ণা প্রশমিত করে নিবৃত্তি লাভ করা যায়। এ জীবনে ধর্মবিনয় শিক্ষা করে আদর্শ জীবন গঠন করতে হয়। পরিশুদ্ধ উপোসথ ব্রত পালন এবং যথাযথ বর্ষাবাস সম্পন্ন করা ভিক্ষুদের একান্ত কর্তব্য। বর্ষাবাসের উপোসথ দিবসে সীমাঘরে ভিক্ষুদের উপোসথ কর্মও সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ বিনয়ে লিপিবদ্ধ শ্রাবণ-ভিক্ষুদের নিয়ম ও কর্তব্যগুলো অবশ্যই সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'শ্রামণ' শব্দের অর্থ কী?

ক. শমগুণ বা দশগুণ খ. অশমগুণ বা অলসগুণ

গ. চিত্তগুণ বা চৈতসিকগুণ ঘ. পানীয়গুণ বা চেতনাগুণ

২. ভিক্ষুরা আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে সীমা ঘরে আপত্তি দেশনা করেছিলেন। মিহিরবাবু দূর থেকে তা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছেন-

এর উদ্দেশ্য কী?

ক. আপত্তি দেশনা খ. ধ্যান অনুশীলন

গ. চিত্ত সম্পত্তি ঘ. পরিতৃপ্তি

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ক

পাঠ-৫.৪ গৃহী-জীবনে অনুসরণীয় নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংরক্ষণ কাকে বলে জানতে পারবেন।
- সৎলোকের সংস্রব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**উৎসাহ, সংরক্ষণ, সংলোকের সংস্রব, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন, শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ, প্রজ্ঞাগুণ।**

সাধারণত যারা স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বসবাস করে তাদেরকে গৃহী বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, গার্হস্থ্য জীবনযাপন যারা করেন তাদেরকে বলা হয় গৃহী। সংসারে গৃহীরা চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিসহ সব পেশার কর্ম করে। উত্তম গৃহী জীবন সর্বত্র পূজিত-সম্মানিত হয়। তারা মানবজীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে গৃহীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুন্দর উপদেশমূলক নির্দেশনা রয়েছে যা মানুষকে সৎভাবে জীবনযাপনে উৎসাহ প্রদান করে। প্রতিটি গৃহীর ইহজীবনে মঙ্গলজনক ও সুখকর চারটি বিধান রয়েছে। যথা- ১. উৎসাহ, ২. সংরক্ষণ, ৩. সৎলোকের সংস্রব এবং ৪. শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। এগুলো নিম্ন সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. উৎসাহ

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ সংসারে নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে। কৃষি-বাণিজ্য, গো-পালন, দৈনিক কার্য, রাজকর্ম অথবা যে কোন প্রকার কাজের দ্বারা গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করে হয়। সুতরাং সমস্ত কাজে নিপুণ, পরিশ্রমী ও উপায়কুশল হওয়া উচিত। যে কাজ যে প্রণালীতে করা প্রয়োজন, সে প্রণালীতে সম্পন্ন হয়েছে কিনা সন্ধান নেওয়া দরকার। একেই বলে উন্নত গার্হস্থ্য জীবনযাপনের উৎসাহ।

২. সংরক্ষণ

যে কোন গৃহী নিজের উদ্যম ও শ্রমের দ্বারা এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। তিনি তাঁর অর্জিত সম্পত্তি রক্ষার জন্য এরূপ চিন্তা করেন "আমার দুঃখে সঞ্চিত ধন কীরূপে সুরক্ষিত হতে পারে, অন্যায়ভাবে যেন কেউ আয়ত্ত না করে, চোরে যেন অপহরণ না করে, আগুনে যেন পুড়ে না যায়, বন্যায় যেন ভেসে না যায়, ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতিগণ যেন নষ্ট করতে না পারে, সেভাবে রক্ষা করতে হবে।" এভাবে নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টা তাকে বলা হয় সংরক্ষণ।

৩. সৎলোকের সংশ্রব

ধরা যাক- কোন একজন গৃহী এক গ্রামে বাস করে। সৎলোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, মেলামেশা ও সংশ্রবে জীবন সুন্দর ও অর্থবহ হয়। এতে পুণ্যবান, দানশীল, শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানী হওয়া যায়। ফলে জীবনে কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক গৃহীকে জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত, সজ্জন, বিদ্বান, প্রজ্ঞাবান, ভিক্ষু-শ্রামণ প্রভৃতি সৎলোকের সংস্রবে থাকা অত্যাবশ্যক।

৪. শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন

যেমন একজন গৃহী তার আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝেন। তিনি কৃপণও নন। অমিতব্যয়ীও নন অথচ তিনি মিতব্যয়ী এবং পরিমান মত ব্যয় করেন। তিনি এরূপ চিন্তা করেন-"আমাকে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি করতে হবে। আয়ের চেয়ে ব্যয় যাতে বেশি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এ ভাবে সুশঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করাকেই বলা হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন।

চারটি উপায়ে গাহর্স্থ্য জীবনে ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। চারটি গুণে গৃহী পরলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যথা-১. শ্রদ্ধাগুণ, ২. শীলগুণ, ৩. দানগুণ ও ৪. প্রজ্ঞাগুণ।

শ্রদ্ধাগুণ

ত্রিরত্নের অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ- এর প্রতি ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধা রাখাই হলো শ্রদ্ধাগুণ। চিত্ত বা জ্ঞানের প্রসন্নতা সাধনও উৎসাহ উৎপাদনই হল শ্রদ্ধার অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধার মধ্যদিয়ে দুঃখ নিবৃত্ত করে নির্বাণ কামনায় উৎসাহী হওয়া যায়।

শীলগুণ

প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও মদ্যপান হতে বিরত হওয়াকে শীলগুণ বলে। শীলগুণ বা চারিত্রিক উৎকর্ষতায় সতত সুন্দর, নৈতিকতাগুণে গুণান্বিত হয়ে জীবনযাপন করা কর্তব্য।

দানগুণ

কৃপণতা ত্যাগ করে দান কার্যে প্রীতি অনুভব করা উচিৎ। গরীব-দুঃখী, ভিক্ষু, পথিক, যাচক প্রমুখ সবাইকে দান করে জীবন যাপন করা উচিত। একে দানগুণ বলে।

প্রজ্ঞাগুণ

যে বুদ্ধিমান গৃহী জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশের অবিরাম প্রবাহ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন তিনি প্রজ্ঞাবান। তাই তিনি ঐগুলো পরিত্যাগ করে দুঃখ হতে ত্রাণ পাবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। একে প্রজ্ঞাগুণ বলে।

সৎ জীবিকা অবলম্বনের মাধ্যমে গৃহীগণ উন্নত জীবনযাপন করেন। তারা পঞ্চবাণিজ্য অর্থাৎ অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, মাদকদ্রব্য ও বিষ বাণিজ্য থেকে বিরত থাকেন। তাছাড়া অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করেন। ফলে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি উত্তম গৃহীজীবন লাভ করা যায়।

সারসংক্ষেপ :

উত্তম গৃহীরা সর্বত্র পূজিত ও নন্দিত হন। কেননা গৃহীজীবন দেবতুল্য। সৎকর্মের মাধ্যমে তাঁরা মানবজীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করতে পারেন। সৎ চিন্তক গৃহীরা উৎসাহী কর্তব্যপরায়ণ, কর্মঠ ও জ্ঞানী হন। তাঁরা আত্মপ্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করেন। সকল প্রকার পাপকর্ম কিংবা পাপাচার থেকে দূরে থাকেন। তারা বিনয়ী হন, শীলগুণ, বুদ্ধিমান, মৃদুভাষী ও ভদ্র হন। দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি অবিচল থেকে তাঁরা সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেন। এ ধরনের গৃহীজীবনই মধুর ও সুখের হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানব জীবনে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়–

i. সৎ লোকের সংশ্রব ii. কুসঙ্গীর সংশ্রব

iii. কামভোগীর সংশ্রব

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i. খ. ii.

গ. iii. ঘ. i. ও iii.

২। গৃহীর ইহজীবনে মঙ্গলজনক ও সুখকর কয়টি বিধান আছে?

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি

উত্তরমালা : ১. ক, ২. খ

পাঠ-৫.৫ সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লিচ্ছবিরাজ-প্রজাগণ কোথায় সম্মিলিত হয়েছিলেন জানতে পারবেন।
- সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের বাংলা বলতে পারবেন।
- গৃহীজীবনে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**অবর্জনীয়, বৃজি, সম্মিলিত, একতাবদ্ধ, সপ্তঅপরিহানিয় ধর্ম।**

'অপরিহানীয়, শব্দের অর্থ হলো অবর্জনীয়, ত্যাগ বা পরিহার না করা। পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি ও শ্রী সমৃদ্ধি ঘটায়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৈশালী সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। এক সময় বিত্ত সম্পদে সমৃদ্ধ বৈশালী ও বৃজিদের মধ্যে বিরোধ ছিল। এতে উভয় রাজা প্রজাগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়েছি।

সে সময় সারন্দদ চৈত্যে ভগবান বুদ্ধ বৃজিদের সম্মিলিত করে সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম দেশনা করেছিলেন। বৃজিগণ বুদ্ধের প্রদত্ত নিম্নলিখিত উপদেশগুলো যথার্থভাবে প্রতিপালন করেন এবং প্রাচীন ভারতে নিজেদের অজেয় জাতিতে পরিণত করেন। এতে উভয় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ফিরে আসে।

সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম

১. সভা-সমিতির মাধ্যমে যারা সর্বদা একত্রিত হয়, তাদের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।

২. যারা একতাবদ্ধভাবে সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হয়, সভা শেষ হলে একত্রে চলে যায় এবং কোন প্রকার করণীয় উপস্থিত হলে সকলে মিলিতভাবে সম্পাদন করে। তাদের সর্বদা উন্নতি হয় এবং অবনতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

৩. যারা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নতুন কোন প্রকার দুর্নীতি চালু করে না, পূর্বে প্রচলিত সুনীতির উচ্ছেদ করে না এবং প্রাচীন নীতিগুলো যথাযথভাবে পালন করে চলেন, সর্বদা তাদের শ্রীবৃদ্ধিই হয়ে থাকে, পরিহানি হয় না।

৪. যারা বয়োঃবৃদ্ধদের সম্মান করেন, তাঁদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করেন সম্মান ও পূজা করে এবং তাঁদের আদশে পালন করা উচিত মনে করেন, গৃহীজীবনে তাঁরা সর্বদা উন্নতি লাভ করে থাকেন।

৫. যারা অন্য কুলবধু ও কুলকুমারীদেরকে বলপূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে আবদ্ধ করে রাখে না বা তাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে না, গৃহীজীবনে সর্বদা তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে, কখনো পরিহানি হয় না।

৬. যাঁরা স্বগ্রামের বাইরে কিংবা অভ্যন্তরে পূর্বপুরুষদের নির্মিত যে সমস্ত চৈত্য আছে, সেগুলোর যথাযথ সংস্কারসাধন করেন, রীতিমত পূজা-সৎকার করেন এবং সে চৈত্যগুলোর উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত সম্পত্তি নিজে ভোগ না করে মন্দিরের কাজেই ব্যয় করে থাকেন, গৃহীজীবনে তাদের সর্বদা উন্নতিই হয়ে থাকে, কখনো অবনতি হয় না।

৭. যাঁরা অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অর্থাৎ চীবর, পিণ্ড, শয্যা ও ঔষধ-এ চতুর্প্রত্যয় দান দিয়ে সেবা ও রক্ষা করেন, তাঁদের সর্ববিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন, দেশে যে সব অর্হৎ আগমন করেন নি, কি প্রকারে তাঁদেরকে আনায়ন করা যায় সেরূপ চিন্তা করেন এবং স্বগ্রামে অবস্থিত অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুগণ নিরাপদে অবস্থান করছেন কিনা সর্বদা সন্ধান নিয়ে থাকেন, গৃহীজীবনে সর্বদা তাঁদের শ্রীবৃদ্ধিই হয়ে থাকে, কখনো পরিহানি হয় না।

সারসংক্ষেপ :

'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' হলো বুদ্ধের সাতটি উপদেশ যা আবর্জনীয়। কখনো ত্যাগ বা পরিহার করা উচিত নয়। সারন্দদ চৈত্যে বুদ্ধ বৃজিদের সম্মিলিত করে 'সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম' দেশনা করেন। এই নীতি অনুসরণ করলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি ও শ্রী সমৃদ্ধি ঘটে। শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'অপরিহানীয়' শব্দের অর্থ কী?

ক. অক্যাণ খ. অপরিবর্তন

গ. অবর্জনীয় ঘ. অপরিনাম

২। বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্য করে সপ্তঅপরিহানীয় ধর্ম দেশনা করেন?

i. মগধবাসীদের ii. কোশলবাসীদের

iii. বৃজিদের

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i. খ. ii.

গ. iii. ঘ. i ও ii.

উত্তরমালা : ১. গ, ২. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

১. রিজন বড়ুয়া মাতাপিতার নির্দেশে প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য শ্রামণ্য-ধর্মে দীক্ষা নেন। শ্রামণ-হিসেবে তার পাঁচ দিন অতিবাহিত হলে তিনি চিন্তা করলেন সংসার-জীবন দুঃখময় বন্ধনে আবদ্ধ। শ্রামণ্য তথা ভিক্ষু-জীবনই পবিত্র, অনাগারিক জীবনের সোপান। সেহেতু তিনি বিশ বছর অতিক্রান্তে শ্রামণ থেকে ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষা নেন। ফলে সকাল বিকাল বিহারের পরিমার্জন করতে হয় এবং বিনয় বিধি শিক্ষা করতে হয়। তিনি আজীবন ভিক্ষু-ধর্ম যাপন করে সতত ধ্যানে রত থাকেন।

ক. ভিক্ষুদের চতুর্প্রত্যয় কী?

খ. কোন পূর্ণিমায় ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত আরম্ভ হয়?

গ. রিজন বড়ুয়া শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিলেন কেন– ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শ্রামণ-ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বাবুল চৌধুরী তার ধর্মগুরুর নিকট ধর্মোপদেশ শুনছিল। গুরুদেব বলছিলেন-সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সদয় ব্যবহার করা উচিত। সবাই একত্রিত হয়ে আলাপ-চারিতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনে বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করা, গৌরব প্রদর্শন করা, পূর্বপুরুষদের নির্মিত চৈত্যের সংস্কার করা, পূজা-সৎকার করা উচিত। এতে সবাইর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, পরিহানি হয় না।

ক. লিচ্ছবীরাজ কোথায় প্রজাদের সম্মিলিত করেছিলেন?

খ. ভিক্ষুদের চতুর্প্রত্যয় বলতে কী কী বোঝায়?

গ. বাবুল চৌধুরীকে তার ধর্মগুরু কী কী উপদেশ দিয়েছিলেন? যথাযথ লেখ।

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।